আমরা কেন ভয় করি না ?

25- January-2018

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ তায়ালা**র যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জান্নাতরূপী ইরশাদ হচ্ছে: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা**র আরশ ছাড়া আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালা**র আরশের ছায়ায় থাকবে, আরয করা হলো: ইয়া **রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) সেই ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করবে (২) আমার সুন্নাতকে জীবিত করবে (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরূফ পাঠকারী। **(আল বদরুস সা'ফিরা লিস সুয়ুতী, ১৬৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৩৬৪)**

উন পর দূরূদ জিন কো কাসে বে কাসাঁ কাহিঁ,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❁ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খোদাভীতির কারণে কোমর ভেঙ্গে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান ছওরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সম্বন্ধে কথিত রয়েছে, তাঁর কোমর যৌবনকালেই ঝুকে গিয়েছিলো, লোকেরা অনেকবার এর কারণ জানার চেষ্টা করেছিলো কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কোন উত্তর দেননি, তাঁর এক শাগরেদ অনেক দিন যাবৎ সুযোগের অপেক্ষায় ছিলো যে, তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞাসা করবে, অবশেষে একদিন সে সুযোগ পেয়ে তাঁর নিকট এর কারণ জিজ্ঞাসা করেই ফেললেন, প্রথমে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ পূর্বের ন্যায় কোন উত্তর দেননি কিন্তু তার বারংবার আবেদনের প্রেক্ষিতে বললেন: আমার এক ওস্তাদ যিনি বড় আলিম হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং আমি তাঁর থেকে কয়েকটি বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করেছিলাম, যখন তাঁর ইন্তেকালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন তিনি আমাকে বললেন: সুফিয়ান! তুমি কি জানো যে,

www.dawateislami.net

আমার উপর কী ঘটনা ঘটেছে? আমি পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ মানুষদের **আল্লাহ তায়ালা**র আনুগত্য করার এবং গুনাহ থেকে বাঁচার শিক্ষা দিয়ে এসেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয়! আজ আমার জীবন-প্রদীপ নিভে যাওয়ার উপক্রম, যদি **আল্লাহ তায়ালা** আমাকে **তাঁর** দরবার থেকে এই বলে বের করে দেয় যে, তুমি আমার দরবারে আসার উপযুক্ততা রাখোনা। নিজের ওস্তাদের এই কথা শুনে ভয়ে আমার কোমর ভেঙ্গে যায়, যা ভাঙ্গার শব্দ সেখানে বিদ্যমান লোকেরাও শুনেছিলো এবং আমি আমার দয়াময় **প্রতিপালকে**র ভয়ে অশ্রু ঝরাতে লাগলাম আর ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে, আমার প্রস্রাব দিয়েও রক্ত বের হতে লাগলো এবং আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, রোগ যখন তীব্র রূপ ধারন করলো, তখন আমি এক অমুসলিম ডাক্তারের কাছে গেলাম, প্রথমে সে আমার রোগ ধরতেই পারলো না, তারপর সে ভালভাবে আমার চেহারা পরীক্ষা করলো, শিরা দেখলো এরপর কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বললো: আমার ধারণা যে, বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে এর মত যুবক কোথাও পাওয়া যাবে না, কারণ **আল্লাহ তায়ালা**র ভয়ে এর কলিজা ফেঁটে গেছে। (হিকায়াতুস সালিহীন, পৃষ্ঠা ৪৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত কাহিনী থেকে জানা গেলো যে, **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দাদের অন্তরে সর্বদা **খোদাভীতি** বিদ্যমান থাকে, তাঁদের উঠা-বসা, চলা-ফেরা মোটকথা জীবনের প্রতিটি ক্ষণে আখিরাতের ভাবনায় অতিবাহিত করতেন, কেননা তাঁদের নিকট দুনিয়াবী জীবন আখিরাতের জীবনের মোকাবেলায় গুরুত্বহীন। তাঁদের অন্তর **আল্লাহ তায়ালা**র ভালবাসায় এমনভাবে পূর্ণ থাকে যে, তারা শুধু **রব তায়ালা**র সন্তুষ্টিই চায় এবং তাঁদের অন্তরে **আল্লাহ তায়ালা**র এমন ভয় থাকতো যে, এর কারণে সর্বদা তাঁরা কিয়ামতের ভয়াবহতার দৃশ্য অবলোকন করতো, কিন্তু আফসোস! আজ গুনাহের ভয়াবহতার কারণেই সম্ভবত আমাদের অন্তর থেকে **খোদাভীতি** বিলুপ্ত হয়ে গেছে, যেনো আমরা এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমরা শপথ করেছি সংশোধন হইনি এবং হবোও না। আমাদেরকে ভীত করার জন্য আযাবের বিষয় সম্বলিত যতই আয়াত শুনিয়ে দেয়া হোক না কেন, গুনাহের ভয়াবহতা সম্বলিত যতই হাদীস বর্ণনা করা হোক না কেন, গুনাহের শিক্ষনীয়

www.dawateislami.net

পরিনতির ঘটনাবলী শুনানো হোক না কেন, কিন্তু আমরা শিক্ষার্জন করিনা, এদিক সেদিক দেখে উদাসিনভাবে শুনি, সম্ভবত এর কারণ এটাও হতে পারে যে, গুনাহের কারণে আমাদের অন্তরে এমনভাবে মরীচা ধরে গেছে যে, আমাদের মধ্যে উপদেশের (Advice) কোন কথাই প্রভাব বিস্তার করেনা। মনে রাখবেন! যদি আমরা ভয়হীন হয়ে নিজের জীবনকে এভাবে গুনাহে অতিবাহিত করতে থাকি, তবে এমন যেনো না হয় যে, কিয়ামতের দিন আমাদের হাশরও এমন অপরাধীর সাথে হবে যারা নিজের জীবনকে **রাব্বে করীম** এবং **তাঁর প্রিয় রাসূলে আযীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবাধ্যতায় এবং নেক আমল বিহীনভাবে অতিবাহিত করেছে, এমন লোক কিয়ামতের দিন **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে, গুনাহের কারণে তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে, এই লোকেরা কিয়ামতের দিন এদিক সেদিক পালাতে থাকবে, কিন্তু কেউ তাদের সাহায্যকারী হবে না। যেমনটি এই অবস্থাকে ৩০তম পারায় সূরা আবাসা এর ৩৩ থেকে ৩৭নং আয়াতে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فَاِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ ﴿۳۳﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩০, সূরা আবাসা, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ অতঃপর যখন আসবে ওই কর্ণবিদারক ধ্বনি, সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে।

এমনকি এই অপরাধীদের টেনে হিচঁড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হয়, ১৬তম পারার সূরা মরিয়মের ৮৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَّنَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴿۸۶﴾

(পারা ২২, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৮৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাবো তৃষ্ণাতুর অবস্থায়;

এমন গুনাহগারদের জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যেমনটি ১১তম পারার সূরা ইউনুসের ২৭নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

وَ الَّذِیْنَ كَسَبُوا السَّیِّاٰتِ جَزَآءُ سَیِّئَةٍۭ بِمِثْلِهَا ۙ وَ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ مَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۚ كَاَنَّمَاۤ اُغْشِیَتْ وُجُوْهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ الَّیْلِ مُظْلِمًا ؕ اُولٰٓىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِیْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿۲۷﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ২৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ এবং যারা মন্দ অর্জন করেছে, সুতরাং মদের প্রতিফল অনুরূপই; আর তাদেরকে লাঞ্ছনা ছেয়ে বসবে, তাদেরকে **আল্লাহ**র শাস্তি হতে রক্ষা করার কেউ হবে না; যেন তাদের চেহারাগুলোকে অন্ধকার রাতের টুকরোগুলো দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছে; তারাই দোযখবাসী, তারা তাঁতে সর্বদা থাকবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করীমাগুলো থেকে জানা গেলো যে, যারা দুনিয়ায় গুনাহে লিপ্ত হবে, কিয়ামতের দিন এমন লোককে তাদের পিতামাতা, সন্তান সন্ততি, ভাই এবং বন্ধুদের মধ্য থেকে কেউ তাদের সাহায্যকারী হবে না। এরূপ দূর্ভাগাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। এরূপ অপরাধীদের (Criminals) যদি ঈমানের সহিত মৃত্যু না হয়ে থাকে, তবে তাদের ঠিকানা সর্বদার জন্য দোযখ বানিয়ে দেয়া হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন তো উদাসিনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যাওয়া উচিৎ, মৃত্যুর পর গুনাহগারের অবস্থা শুনে ভীত হয়ে যাওয়া উচিৎ এবং সত্যিকারভাবে তাওবা করে নেকীর কাজে লিপ্ত হয়ে যাওয়া উচিৎ। আফসোস, শত কোটি আফসোস! আমাদের সমাজে লোকেরা রাত দিন মানুষের ভয়ে তো চুপচাপ গুনাহ করে থাকে যে, যেনো আসার বন্ধুরা এবং পরিবারের লোকেরা না জানে, কিন্তু সেই **রব তায়ালা**কে ভয় করে না, যিনি রাতের আঁধারেও আমাদের অবস্থা সম্পর্কে সর্বদা অবহিত এবং গুনাহ করার সময় আমাদের এই বিষয়টির প্রতিও ভয় থাকে না যে, কিয়ামতের দিন সকল হাশরবাসীর সামনে গুনাহেভরা আমল নামা পাঠ করে শুনাতে হবে, যেখানে ঐ লোকেরাও থাকবে, দুনিয়ায় যাদের অন্তরে আমাদের প্রতি সম্মান ও মহত্ব বিরাজ করতো। আহ! সেই সময়ের বদনামী এবং লজ্জা থেকে বাঁচার জন্য এখনই আমাদের **খোদাভীতি**র দৌলত নসীব হয়ে যাক। আহ! আমরা যেনো গুনাহ থেকে দূরে থাকাতে সফল হয়ে যাই। আহ! আমরা যেনো সর্বদা নেকীর কাজে অতিবাহিতকারী হয়ে যাই। আহ! কিয়ামতের ভয়াবহ দিনকে সর্বদা স্মরনকারী হয়ে

www.dawateislami.net

যাই। যদি আমাদের **খোদাভীতির** দৌলত নসীব হয়ে যায়, তবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে গুনাহ থেকে বাঁচার মানসিকতা হয়ে যাবে। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা তো এমন ছিলো যে, দিনরাত নেকীতে অতিবাহিত করতো, তাদের শরীরের প্রতিটি অংশ **রব তায়ালার** ভয় এবং **তাঁর** ভালবাসায় মগ্ন থাকতো, তারপরও তারা নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করতো না এবং **খোদাভীতিতে** অত্যধিক অশ্রু বিসর্জন করতেন।

জানিনা আমার ঠিকানা জান্নাতে হবে নাকি জাহান্নামে!

হযরত সায়্যিদুনা মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ জাবানা নামক স্থানে হযরত সা'দুন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দেখে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন: হে মালিক! ঐ ব্যক্তির অবস্থা কেমন হবে, যার সকাল সন্ধ্যা এরূপ দীর্ঘ সফরে অতিবাহিত হয়, যাতে কোন সফরের পাথেয় না থাকে এবং তাকে মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচারকারী **রব তায়ালার** দরবারে দাঁড় করানো হবে। একথা বলেই তিনি উচ্চ স্বরে কাঁদতে লাগলেন, হযরত মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি তাঁকে কান্না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বললেন: আমি দুনিয়ার লোভে কাঁদছিনা এবং মৃত্যুর ভয়েও কাঁদছিনা আর বিপদের কারণেও কাঁদছিনা বরং আমি তো আমার জীবনের ঐ দিনগুলোর জন্য কাঁদছি, যাতে আমি কোন ভাল কাজ করতে পারিনি, খোদার কসম! আমার তো পাথেয় সংকট, সফলতা থেকে দূরত্ব এবং কঠিন ঘাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে। আমি জানিনা যে, জান্নাতে যাব নাকি জাহান্নামে। হযরত মালিক বিন দিনার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি এই প্রজ্ঞাময় কথা শুনে বললাম: লোকেরা তো আপনাকে পাগল মনে করে। তখন তিনি বললেন: তুমিও দুনিয়াদারদের মতোই ধোকায় পড়ে গেছ? যদিওবা আমার মধ্যে জান্নাতিদের মতো অন্য কোন গুণ নাই কিন্তু আমার অন্তর, শিরা, মাংস, রক্ত এবং হাঁড়ে **আল্লাহ তায়ালার** ভালবাসা খচিত হয়ে গেছে। আমি দয়াময় **আল্লাহর** ভালবাসায় বন্দি হয়ে উম্মত। (হাদায়িকিল আউলিয়া, ২/২২২)

রাহোঁ মাস্ত বেহুদ মে তেরী বিলা মে, পিলা জা'ম এ্যয়সা পিলা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেল যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা **রব তায়ালার** ভয়ে কিরূপ কান্নাকাটি করতেন এবং দিনরাত নেকীর কাজে লিপ্ত থাকার পরও নিজের আমলকে যথেষ্ট মনে করতেন না। এই নেককার লোকদের বিনয় ও নম্রতার শান বর্ণনা করতে গিয়ে কেউ পাঞ্জাবী ভাষায় কতইনা সুন্দর বলেছেন:

রাতেঁ যারি কর কর রৌন্দে, নিন্দ আখিঁ দী ধৌন্দে
ফজরেঁ আও গুনহার কাহান্দে, সব থিঁ নিওয়ান্দেঁ হাওয়ান্দে

(অর্থাৎ তারা এমনই নেককার বান্দা, যাঁদের রাত কান্নাকাটিতেই অতিবাহিত হয়, যার কারণে তাঁদের ঘুম চলে যায়, এরপরও যখন সকাল হয় তখন মানুষের সামনে নিজেকে সবচেয়ে বড় গুনাহগার মনে করে।)

কিন্তু আফসোস! আমাদের অবস্থা এমন যে, একেতো আমরা নেক আমল করিই না, যদি কোন নেক আমল করেও নিই, তবে চেষ্টা এমন হয় যে, যেকোন ভাবে মানুষ আমাকে দেখে ফেলুক, যেনো আমার নেক নামী হয়। মনে রাখবেন! লোক দেখানো আমাল কখনোই কবুল হবে না, সুতরাং প্রত্যেক নেক আমলের পূর্বে নিজের নিয়্যতের উপর ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়া উচিৎ, এর উদ্দেশ্য কি **আল্লাহ তায়ালার** সন্তুষ্টি নাকি ধন সম্পদ অর্জন বা অন্য কোন দুনিয়াবী উপকারীতা? দূর্ভাগ্য জনকভাবে আজকাল আমাদের ইবাদত থেকে একনিষ্ঠতা দূর হয়ে যাচ্ছে, এই জন্যই নামায পড়ছি, যেনো লোকেরা আমাকে নামাযী বলে। সদকা ও খয়রাত করছি যেনো মানুষের মাঝে আমার দানশীলতার আলোচনা হয়। হজ্ব ও ওমরা করার পর আকাঙ্ক্ষা হয় যে, লোকেরা আমাকে হাজী বলে ডাকুক। ঘরে কথায় কথায় ঝগড়া করি কিন্তু বাইরের লোকের সাথে সদাচরন (Politely) একারণেই করে যে, মানুষের নিকট চরিত্রবান প্রসিদ্ধি পাওয়ার জন্য। মনে রাখবেন! যে নেক কাজসমূহকে জীবনভর আমরা নিজের জন্য আখিরাতের পাথেয় এবং মুক্তির মাধ্যম মনে করে আসছি, এমন যেনো না হয় যে, লোক দেখানের কারণে সব নষ্ট হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন অপমান ও অপদস্ততা ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। আসুন! লৌকিকতার নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি এবং এই বাতেনী (অদৃশ্য) রোগ থেকে বাঁচার চেষ্টাও করুন।

www.dawateislami.net

১. ইরশাদ হচ্ছে: জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচশত (৫০০) বছরের দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়, কিন্তু আখিরাতের আমল দ্বারা দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষীরা তা পাবে না।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কসমুল আকওয়াল, ২/১৯০, ৩য় অংশ, হাদীস নং-৭৪৮৯)

২. ইরশাদ হচ্ছে: যে প্রসিদ্ধি অর্জনের জন্য আমল করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অপদস্থ করবেন, যে লোক দেখানোর জন্য আমল করবে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে শাস্তি দিবেন। **(জামেউল আহাদীসে লিস সুয়ুতি, কসমুল আকওয়াল, ৭/৪৪, হাদীস নং-২০৭৪)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, লৌকিকতাকারী দূর্ভাগা জান্নাতের সুবাশও পাবে না। এরূপ দূর্ভাগাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করা হবে এবং তার **আল্লাহ তায়ালা**র কঠিন আযাবে লিপ্ত হতে হবে। মনে রাখবেন! লৌকিকতা দ্বারা দুনিয়ায় সুনাম ও উপকারীতা তো অর্জিত হবে কিন্তু আখিরাতে এরূপ আমলের কোন প্রতিদান নাই। সুতরাং নিজের মন থেকে মানুষের প্রশংসা শুনার আকাঙ্ক্ষা বের করে দিন। সর্বদা কবর ও হাশরের ভয়াবহতা এবং জাহান্নামের কঠিন শাস্তির কথা মনে গেঁথে নিন। শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য আমল করুন এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের চরিত্রকে জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে নিজের জন্য অনুকরনীয় করে নিন। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে **খোদাভীতি**র দৌলত নসীব হবে। **আল্লাহ তায়ালা**র নৈকট্যশীল বান্দাদের আমলী অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: ঐ লোকেরা (অধিকহারে নেকী করার পরও **আল্লাহ তায়ালা**র গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি) ভীত থাকতো এবং তোমরা গুনাহের ডুবে থাকার পরও ভয়হীন থাকো। সেই মুবারক ব্যক্তিত্বরা নেকী করার পরও কান্নাকাটি করতেন এবং তোমরা কোন আমল না করেও হাসছো। তারা অসুস্থতার পরও রাতভর (ইবাদতের জন্য) জাগ্রত থাকতেন আর তোমরা সুস্থ থাকার পরও ঘুমিয়ে থাকো। তারা সঠিক পথে চলে এবং তোমরা আযাবের রাজপথে দৌড়ে যাও। **(হাদায়িকিল আউলিয়া, ২/২২৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই আজ আমাদের আমলী অবস্থা অনেক ভয়াবহ হয়ে গেছে, **খোদাভীতি** আমাদের অন্তর থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের বুযুর্গদের পদ্ধতি থেকে একেবারে দূরে সরে যাচ্ছি। এই কারণেই

www.dawateislami.net

আজকাল মহিলাদের স্বাধীনতা এবং মহিলাদের পুরুষের সাথে কাঁধ মিলিয়ে চলার শ্লোগান আমাদের নতুন প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফ্যাশন পূজা এবং নির্লজ্জতা এমনভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে, প্রতিটি মহল্লা, গলি এমনকি ঘরে ঘরে নির্লজ্জতার মর্মস্পশী অবস্থা, সহ-শিক্ষা (Co-Education) প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, অফিস এবং বিনোদন কেন্দ্রে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে, এই মেলোমেশার কারণে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ আজ আমাদের নতুন প্রজন্ম গার্লফ্রেন্ড এবং বয় ফ্রেন্ডের নিকৃষ্ট চক্করে ফেঁসে কিভাবে নিজের লজ্জা শরম হারিয়ে বসেছে, তা কারো অজানা নয়, আজ একজন পিতা তার যুবতি কন্যাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে নিজেই বাজারের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করছে, স্বামী তার স্ত্রীকে সাজিয়ে গুছিয়ে মানুষের কুদৃষ্টির উপলক্ষ্য বানাচ্ছে, ভাই তার বোনকে বেপর্দা থেকে বাঁচানোর চেষ্টাই করছে না।

দিন লহু মে খো'না তুঝে শব সুবহে তক সুনা তুঝে
শরমে নবী খোওফে খোদা ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১১ পৃষ্ঠা)

পঙতির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাঃ হে উদাসীন মুসলমান তোমার দিন খেলাধুলায় অতিবাহিত হয় এবং রাত তো **আল্লাহ তায়ালা**র স্মরণ থেকে উদাসীনতায় কেটে যায়, না তোমার **খোদাভীতি** আছে যে, মৃত্যুর পর **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে উপস্থিত হতে হবে আর না **নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি লজ্জা অনুভূত হয় যে, কিয়ামতের দিন **তাঁকে** মুখ দেখাতে হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সর্বপ্রথম যখন এই শ্লোগান উঠলো যে, নারী পুরুষ সমান অধিকার, তখন এর ধ্বংসযজ্ঞতায় ঘরের চার দেয়ালের মাঝে নিরাপদ মহিলাদের ঘরের বাইরে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আর এখন পশ্চিমা এই কথন লেডিস ফাস্ট (Ladies First) অর্থাৎ **"মহিলারা প্রথমে"** এখানেও এসে পৌঁছেছে। প্রথমে কাঁধের সাথে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড় করিয়েছে, আর এখন এক কদম অগ্রসর হয়ে আরো লাম্পট্য এবং নিলজ্জতায় বৃদ্ধি করে দিয়েছে, মহিলারা মনে করলো এই বাক্যের মাধ্যমে আমাকে সম্মান করা হচ্ছে, অথচ এই বাক্যের উদ্দেশ্য মহিলাদের কোন প্রকার সম্মান দেয়া নয় বরং নারী জাতিকে বোকা বানিয়ে তার সৌন্দর্যকে কাজে লাগিয়ে নিজের আর্থিক উপকারিতা অর্জন করার মাধ্যম বানানো। যা ফ্যাশন শো, বিলবোর্ড (Billboards) এবং বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকাশ হচ্ছে।

www.dawateislami.net

আজ ইসলামের শত্রুরা মহিলাদের সম্মান ও সম্ভ্রমকে নষ্ট করার জন্য মিথ্যা সহানুভূতি প্রদর্শন করে নিলজ্জতাকে ফ্যাশন, বেপর্দাকে সাম্য, মহিলদের সম্ভ্রমের নিরাপত্তা সম্পর্কে যে বিধান শরীয়তে বর্ণিত হয়েছে তাকে **"বন্দিত্ব"** মনে করে, পর্দা সম্পর্কীত ইসলামী বিধানের বিপরীত করাকে স্বাধীনতা এবং মহিলাদের লোভাতুর দৃষ্টিকে হাতিয়ার বানিয়ে একে সফলতা ঘোষনা করে মহিলাদের অধিকারকে ভুলুণ্ঠিত করা হচ্ছে। মনে রাখবেন! লোভের সেই পুজারীদের উদাহরন ঐ সকল ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায়, যারা ছাগলদের পক্ষে মিছিল করে যে, ছাগলদের স্বাধীনতা দেয়া হোক, ছাগলদের অধিকার খর্ব করা হচ্ছে, তাদেরকে ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। একথা শুনে অনেক যুবক ও উৎসাহ প্রবণ ছাগল নেকড়েদেরকে নিজেদের সহানুভুতিশীল মনে করলো এবং তাদের কথাই বলতে লাগলো, বুদ্ধিমান বৃদ্ধ ছাগলরা তাদের বুঝানোর চেষ্টা করলো যে, নেকড়েরা হচ্ছে আমাদের শত্রু, তাদের কথায় সাড়া দিও না! বন্দিত্বে তোমাদের যে নিরাপত্তা রয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনে এতে কঠিন বিপদ দেখা দিবে, কিন্তু যুবক ছাগলরা তাদের কোন কথাই শুনলো না এবং নিজেদের কল্যাণকামীকে হিংসুক এবং হিংসুকদের কল্যাণকামী ভেবে স্বাধীনতা স্বাধীনতা বলে শ্লোগান দেয়া শুরু করলো, অবশেষে বাধ্য হয়ে মালিক তাদেরকে মুক্ত করে দিলো। ছাগল পাল খুবই খুশি হলো এবং নাচতে নাচতে বন্দিত্ব থেকে বাইরে বেড়িয়ে এলো, কিন্তু একি! এখনো তো স্বাধীন বাতাসে ভালভাবে নিঃশ্বাসও নিতে পারেনি যে, নেকড়েরা আক্রমন করে তাদের ছিঁড়ে ফেঁড়ে খাওয়া শুরু করলো।

শিক্ষার মাদানী ফুলঃ মুসলমান মহিলাদের উচিৎ যে, বাস্তবতার ন্যায় এই শিক্ষামুলক ঘটনাটির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করা এবং ইসলাম তাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের নিরাপত্তার জন্যই পর্দার আদলে যে তাবু এবং চার দেয়ালের আদলে যে কেল্লা দান করেছেন, আল্লাহর ওয়াস্তে! একে গনিমত মনে করুন এবং এই কেল্লা ও তাবু থেকে বাইরে বের হয়ে এবং স্বাধীনভাবে চলার দাওয়াত প্রদানকারী নেকড়েদের ছাগল হয়ে নিজের কল্যাণকামী কখনোই মনে করবেন না, আজ মহিলাদের অধিকারের কথক আসলে মহিলাদের নৈকট্যে পৌঁছার স্বাধীনতা চাচ্ছে, তাদের মহিলাদের অধিকার নয় বরং নিজের ঘৃণ্য পিপাসা নিবারনের চিন্তা, আহ! যদি কেউ বুঝতো!!!

www.dawateislami.net

চাদর ও চার দেয়ালের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব জানার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পর্দার বিষয় সম্পর্কীত লিখিতি অমূল্য এবং যুগ প্রসিদ্ধ কিতাব **"পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর"** এবং মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"ফয়যানে সূরা নূর"** নিজেও পড়ুন এবং বিশেষ করে আমাদের ঘরের ইসলামী বোনদের তা পাঠ করার মানসিকতা প্রদান করুন।

আফসোস! শত কোটি আফসোস!! আজ আমাদের অফিসে, ব্যাংকে এবং হাসপাতালে মোটকথা যেখানেই যান বিশেষকরে অভ্যার্থনায় (Receptions) মর্ডান নারীদের রাখা হয়, যেনো মানুষের মনযোগ আকৃষ্ট করে নিজের ব্যবসাকে চাঙ্গা করা যায়, এখন তো নিলজ্জতা এমনভাবে বেড়ে গেছে যে, যুবতী নারীদের সাথে হাত মিলানোকেও খারাপ মনে করা হয়না এবং খুবই উচ্চ গলায় এবং নির্ভিকভাবে এটা বলা হয় যে, আধুনিক যুগ সব কিছুই চলে। এরূপ মর্ডান লোকদের নাড়া দিতে, তাদের উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগাতে, ফ্যাশনের নামে বেপর্দা এবং নিলজ্জতার বন্যা থেকে বের হতে আর অন্তরে ভয় সৃষ্টি করতে আসুন! ফ্যাশন পুজার নিন্দা সম্পর্কীত একটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

নাজায়িয ফ্যাশনকারীর পরিণতি

নবী করীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (মেরাজের রাতে) আমি কিছু পুরুষকে দেখেছি যাদের চামড়া আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছিলো, আমি বললাম: এরা কারা? জিব্রাঈল আমীন (عَلَيْهِ السَّلَام) বললেন: এরা নাজায়িয পণ্য দ্বারা সৌন্দর্য বর্ধন করতো। এবং আমি একটি দূর্গন্ধযুক্ত গর্ত দেখলাম, যাতে চিৎকার চেচামেচি হচ্ছিলো, আমি বললাম: এরা কারা? তখন বলা হলো: এরা সেই মহিলা, যারা নাজায়িয পণ্য দ্বারা সৌন্দর্য বর্ধন করতো। **(তারিখে বাগদাদ, ১/৪১৫)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ভয়ে কেঁপে উঠুন! এবং **রব তায়ালার** দরবারে তাওবা করুন, এমন যেনো না হয় যে, ফ্যাশন করতে করতে আমাদের জীবনও শেষ হয়ে যায় এবং আমাদের সাথেও **আল্লাহ** না করুক এমন হয়। আফসোস, শত কোটি আফসোস! বর্তমান যুগে অজ্ঞ পিতামাতারা স্বয়ং নিজের সন্তানদেরকে ফ্যাশনেবল বানানোর জন্য স্কুল, কলেজে শিক্ষা দেয়, যেখানে দুনিয়াবী রঙিন এবং নিলজ্জতার

www.dawateislami.net

শিক্ষার مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ সচেষ্টভাবে দেয়া হয়, যেখানে নিয়মিত মিউজিক ও নাচের ক্লাস হয়, এরূপ নিকৃষ্ট চিন্তাসম্পন্ন অনেক অজ্ঞ নিজের সন্তানদের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় যাওয়া, দাঁড়ি রাখা, নামায পড়া থেকে বিরত রাখে যে, আমাদের সন্তান মৌলভী হয়ে যাবে, মাথায় পাগড়ী পরবে, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়বে, অপর মুসলমানকে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী হয়ে যাবে এবং আমাদের উপরও গুনাহের প্রতি সকল নিষেধাজ্ঞা লাগিয়ে দেবে, এই সমাজে যেমন এরূপ অজ্ঞ রয়েছে যে, দ্বীনের বিষয়ে নিজের সন্তানদের নির্যাতন ও নিপিড়ন করে থাকে, তেমনি এই ফিতনার যুগে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এরূপ পিতামাতাও রয়েছে, যারা শরীয়তের বিধানের প্রতি নিজের মাথা নত করে সাহস ও উৎসাহের মাধ্যমে সমাজের কটুক্তি সহ্য করে এবং নিজের সন্তানদের সংশোধন এবং তাদের ইসলামী পদ্ধতিতে মাদানী শিক্ষা দিতে আর তাদের আখিরাত উত্তম বানাতে সচেষ্ট, এই কারণেই মাদানী মানসিকতা সম্পন্নদের সন্তান কেউ কোরআনের হাফিয হয়, কেউ কোরআনের ক্বারী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করে, কেউবা নেকীর দাওয়াত প্রসাকারী মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী** হয়, কেউ ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারকারী আলিমে দ্বীন এবং মুফতী হয়ে উম্মতে মাহবুবের শরয়ী পথনির্দেশনা দেয়। যেই পিতামাতার সন্তান এই পদ্ধতিতে দ্বীনের খেদমত করছে, তারা এই বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত যে, ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি বানানোর উপকারীতা (Benefits) শুধুমাত্র দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ আর নেককার সন্তান পিতামাতার মৃত্যুর পরও উপকারী হিসেবে পরিগনিত হয়।

হযরত সায়্যিদুনা বুরাইদা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোরআন পাঠ করলো এবং তা শিখলো আর এর উপর আমল করলো, তবে তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন নূরের একটি মুকুট পরিধান করানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে এবং তার পিতামাতাকে দু'টি জুব্বা পড়ানো হবে, যার মূল্য এই দুনিয়া আদায় করতে পারবে না, তখন তারা জিজ্ঞাসা করবে, আমাদের এই পোষাক কেন পড়ানো হলো? তাদের বলা হবে: তোমাদের সন্তানের কোরআনে পাককে আঁকড়ে ধরার কারণে। (মুসতাদরিক, কিতাবুল ফাযায়িলুল কোরআন, নম্বর-২১৩২, ২/২৭৮) অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ তায়ালা** একজন নেককার বান্দার মর্যাদা জান্নাতে বৃদ্ধি করবেন, তখন সে বলবে যে, হে

www.dawateislami.net

আমার **রব**! আমি এই মর্যাদা কিভাবে পেলাম? **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন: তোমার সন্তান তোমার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করেছে।

(মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুদ দাওয়াত, বাবুল ইস্তিগফার ওয়াত তাওবা, হাদীস নং-২৩৫৪, ১/৪৪০)

মেরী আ'নে ওয়ালী নসলেঁ তেরে ইশক হি মে মাচলেঁ
ইনহেঁ নেক তু বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে! (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, যাদের সন্তান নেক এবং কোরআন ও সুন্নাতের প্রতি আমলকারী ও কোরআনের হাফিয হবে, তাদের কিয়ামতের দিন এমন অমূল্য মুকুট পরানো হবে, যার উজ্জলতা সূর্যের ন্যায় হবে, এরূপ সৌভাগ্যবানদের মূল্যবান পোষাক পরিধান করানো হবে। জান্নাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে। সুতরাং আমাদের নিজেদেরও নেক আমল করা উচিৎ, প্রতিদিন কোরআনের তিলাওয়াত করা উচিৎ, নিজের অন্তরে **খোদাভীতি** সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে এবং নিজের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণ করে তাদেরও প্রথম থেকে **খোদাভীতি**র মানসিকতা দিতে হবে, কেননা বাল্যকাল থেকেই **খোদাভীতি**র দৌলত নসীব হলে জীবনভর গুনাহের ভয়াবহতায় ফেঁসে যাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করবে। আসুন! শিশুদের মাঝে **খোদাভীতি** সৃষ্টি করার জন্য এসম্পর্কীত একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

একজন সত্যিকার মাদানী মুন্নার খোদাভীতি

চার বছরের এক সৈয়দজাদা সত্যিকার মাদানী মুন্না বাজারে মধ্যে কান্না করছিলো, কোন এক ব্যক্তি আলে রাসূলের খেদমতে উৎসাহ ব্যঞ্জক হয়ে আরয করলো: শাহজাদা! কি হয়েছে? যদি কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে আদেশ করুন, এখনি তা উপস্থিত করছি। একথা শুনে মাদানী মুন্নার কান্নার আওয়াজ আরো বেড়ে গেলো এবং বললো: চাচাজান! **আল্লাহ তায়ালা**র গযব এবং জাহান্নামের আযাবের ভয় অন্তরে গেঁথে গেছে! সেই ব্যক্তি মমতার সূরে আরয করলো: শাহাজাদা! আপনি তো এখনো অনেক ছোট, এখনই এতো ভয় কিসের? শান্ত হোন! শিশুদের আযাব দেয়া হয়না। একথা শুনে মাদানী মুন্নার ভয় আরো বেড়ে গেলে এবং কাঁদতে কাঁদতে

www.dawateislami.net

বললো: চাচাজান! আমি দেখেছি যে, বড় বড় লাকড়ীতে আগুন লাগানোর জন্য এর আশেপাশে ছোট ছোট কাঠের টুকরো (Sticks) ছড়িয়ে দেয়া হয়, ছোট টুকরোগুলোতে দ্রুত আগুন ধরে যায় এবং এর কারণে বড় লাকড়ীগুলোও জ্বলে উঠে! আমি ভয় করছি যে, আবু জেহেল ও আবু লাহাবের মতো বড় বড় অমুসলিমকে জাহান্নামে জ্বালানোর জন্য ছোট কাঠের টুকরোর স্থানে আমাকে না ফেলে দেয়া হয়!

(আনিসুল ওয়ায়েযিন, ৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই উপদেশমূলক ঘটনাটি শুনে **খোদাভীতিতে** কেঁপে উঠুন, কেননা সে একজন ছোট্ট শিশু হয়েও জাহান্নামের ভয়ে অশ্রু বিসর্জন করছে এবং আমরা যুবক বরং অনেকে বৃদ্ধতার এমন পর্যায়ে পৌঁছেও গুনাহ থেকে বিরত থাকছে না, কেননা এরপর শেষ ঠিকানা অর্থাৎ কবরের ভয়ানক গর্ত, **আল্লাহ তায়ালার** আযাবের সতর্কবাণী শুনেও ভয় করছেনা, যদি কোন সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী ভাই আমাদের বুঝায় তবে তার কথাকে একেবারেই গুরুত্ব দিইনা, অনেকে তো এমনই মুখ পাতলা হয়ে থাকে যে, খুবই কড়া ভাষায় তাকে এই বলে চুপ করিয়ে দেয় যে, মাওলানা সাহেব আমাদের বুঝাবেন না, আমরা আমাদের কবরে যাবো আপনি আপনার কবরে, আমাদের সহিত যা হয় দেখা যাবে। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! আমরা কিভাবে নিজেকে মিথ্যা শান্তনা দিচ্ছি যে, যা হবে দেখা যাবে, যদি আমাদের গুনাহের কারণে কবরে (Grave) সাপ ও বিচ্ছু এসে যায়, তবে কি দেখা যাবে? আমাদের মন্দ আমলের কারণে কবরে যদি আগুন প্রজ্জলিত করে দেয়া হয় তবে কি দেখা যাবে? মৃত্যুর সময় যদি ঈমানের দৌলত ছিনিয়ে নেয়া হয় তবে কি দেখা যাবে? গান বাজনার ভয়াবহতায় যদি কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হয় তবে কি দেখা যাবে? কুদৃষ্টি প্রদানকারীর চোখে যদি আগুলের শলাকা ঢুকিয়ে দেয়া হয় কি দেখা যাবে? আজ যদি আমাদের পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, হাতে ছুরি লেগে যায় বা পায়ে হোঁচট খাই তবে ব্যাথ্যার অতিশয্যে চিৎকার বের হয়ে যায় তবে জাহান্নামের আযাব সম্পর্কে কে ন এরূপ বলা হয় যে, **"যা হবে দেখা যাবে"**। সুতরাং **"যা হবে দেখা যাবে"** এর মতো

www.dawateislami.net

ভূল ধারণা নিজের অন্তর থেকে বের করে উদাসিনতার ঘুম থেকে জেগে উঠা উচিৎ, নিজের অন্তরে **রব তায়ালার** ভয় সৃষ্টি করা উচিৎ, কেননা **খোদাভীতি** সম্পন্নরাই **আল্লাহ তায়ালা** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় হয়ে থাকে, **খোদাভীতি** সম্পন্নরাই গুনাহ থেকে নিরাপদ থাকে, **খোদাভীতি** সম্পন্নরাই সমৃদ্ধশালী জীবন অতিবাহিত করে, **খোদাভীতি** সম্পন্নদের **আল্লাহ তায়ালার** সৃষ্টি জগৎ ভালবাসতে থাকে। আসুন! **খোদাভীতির** ফযিলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** ঐ বান্দার প্রতি ভালবাসা পোষন করে, যে মুত্তাকী অর্থাৎ পরহেযগার ও **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয়কারী, মানুষের প্রতি অমুখাপেক্ষী এবং নিজের আশেপাশে মানুষের ভীড়ের আকাঙ্ক্ষী নয় বরং গোপনীয়তা পছন্দকারী। **(সহীহ মুসলিম, কিতাবুয যুহদ ওয়ার রিকাক, হাদীস নং-৭৪৩২, ১২১২ পৃষ্ঠা)**

২. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করবেন যে, তাকে আগুন থেকে বের করো, যে আমাকে কখনো স্মরণ করেছে বা কোন স্থানে আমার ভয় করেছে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খওফ মিনাল্লাহি তায়ালা, ১/৪৬৯, হাদীস নং-৭৪০)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি **আল্লাহ তায়ালাকে** ভয় করে, সকল জিনিষ তাকে ভয় করে এবং যে **আল্লাহ তায়ালা** ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সকল জিনিষের প্রতি ভীত করে দেয়।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খওফ..., ১/৫৪১, হাদীস নং-৯৭৪)

১২টি মাদানী কাজের একটি কাজ "ফযরের পর মাদানী হালকা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার গোপন ব্যবস্থাপনা, **তাঁর** অমুখাপেক্ষীতা, **তাঁর** অসন্তুষ্টি, **তাঁর** গ্রেফতার এবং **তাঁর** পক্ষ থেকে প্রদানকৃত আযাবের প্রতি ভীত হয়ে গুনাহ থেকে তাওবা করে নিন ও নেক আমলের দিকে ধাবিত হয়ে যান আর তাওবার উপর অটলতা পেতে এবং নেককাজের মানসিকতা বানাতে নেককার লোকের সহচর্য অর্জন করা খুবই জরুরী, কেননা নেক লোকদের সহচর্য অবলম্বন করা অশেষ বরকত লাভের উপায়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ উত্তম সহচর্য পাওয়ার অনন্য উপায়, আমারও এই মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২ মাদানী কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহন করি।

www.dawateislami.net

১২ মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হলো ফযরের পর **"মাদানী হালকা"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই মাদানী হালকায় ফযরের নামাযের পর তিন আয়াত কোরআনের তিলাওয়াত কানযুল ঈমানের অনুবাদ সহ এবং তাফসীরে খাযাইনুল ইরফান/ তাফসীরে নূরুল ইরফান/ তাফসীরে সীরাতুল জিনান, ফয়যানে সুন্নাতের দরস (৪পৃষ্ঠা) এবং শেষে শাজারায়ে কাদেরীয়া, রযবীয়া, যিয়ায়ীয়া, আত্তারীয়াও পাঠ করা হয়। এরপর শাজারা হতে কিছু অযিফা পাঠ করে ইশরাক ও চাশতের নফল নামায আদায়েরও ব্যবস্থা হয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শাজারা শরীফ পাঠ করার অনেক বরকত রয়েছে, কেননা এতে অনেক বুযুর্গানে দ্বীনের স্মরন রয়েছে, যাদের আলোচনা করা দয়া লাভের উপায়।

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান বিন উয়ায়না رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন যে, নেক লোকেদের আলোচনায় রহমত অবতীর্ণ হয়। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, নম্বর-১০৭৫০)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ বুযুর্গানে দ্বীনের কল্যাণময় আলোচনা সম্বলিত এই শাজারা মুবারকের বরকতে মানুষের সমস্যা দূরীভূত হয় এবং অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি এবং আন্দোলিত হই।

পারিবারিক ঝগড়া বন্ধ হয়ে গেলো

বাবুল মদীনা (করাচী) এর এক ইসলামী বোনের শপথকৃত বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে যে, আমাদের ঘরে অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো। দিনদিন পরস্পর দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে, নিত্য ঝগড়া বিবাদ হতে থাকার কারণে পরিবারের শান্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পরিবারের অন্যান্যদের ন্যায় আমিও এই অবস্থার জন্য খুবই চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। পরিবারে শান্তি ফিরে আসার কোন রাস্তা দেখা যাচ্ছিলো না। এর মাঝে পীর ও মুর্শীদ, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কৃপাদৃষ্টির কারণে আমার তাঁর প্রদানকৃত শাজারায়ে আলীয়া পাঠ করার স্মরণ আসলো। ব্যস! আমি শাজারায়ে আলীয়া পারিবারিক অনৈক্য দূর হওয়া নিয়্যতে পাঠ করা শুরু করে দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ শাজারায়ে আলীয়া পাঠ করার এমন বরকত নসীব হলো যে, আমাদের পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি নসীব হলো এবং আমাদের পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো যেন কখনো অনৈক্য ছিলোই না।

www.dawateislami.net

মুশকিলে হাল কর শাহে মুশকিল কোশা কে ওয়াস্তে
কারবালায়ে রদ শহীদে কারবালা কে ওয়াস্তে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

জান্নাতের দরজা খুলবে নাকি দোযখের?

হযরত সায়্যিদুনা সারুখুল জু' তাবেয়ী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এতো দীর্ঘ নামায আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেতো এবং তা দেখে তার পরিবারের সদস্যদের কষ্ট হতো আর কান্না করতো। একদিন তার মা বললো: আমার বৎস! তুমি তোমার দূর্বল শরীরের প্রতি মনযোগ দাওনা কেন? একে এতো কষ্ট দাও কেন? তোমার কি এর প্রতি সামান্য দয়া হয়না? কিছুক্ষণের জন্য আরাম করে নাও, **আল্লাহ তায়ালা** কি জাহান্নামের আগুন শুধুমাত্র তোমার জন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তুমি ছাড়া আর কেউ এতে যাবে না? তিনি উত্তরে আরয করলেন: আম্মাজান! মানুষকে সর্বাবস্থায় লড়াই করে যাওয়া উচিৎ, কেননা কিয়ামতের দিন দু'টি বিষয়ই তো হবে, হয়তো আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে অথবা আমাকে আটকানো হবে, যদি আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় তবে তা শুধুমাত্র **আল্লাহ তায়ালা**র দয়া এবং রহমতই হবে আর যদি আমি আটকে যাই তবে তা **তাঁর** ন্যায় বিচারই হবে, সুতরাং এখন আমি আরাম করবো না এবং নিজের নফসকে মারার পুরোপুরি চেষ্টা করতে থাকবে। যখন তাঁর ওফাতের সময় নিকটবর্তী হলো তখন তিনি কান্নাকাটি শুরু করলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো: আপনি তো সারা জীবন সাধনা এবং রিয়াযতে অতিবাহিত করেছেন, এখন কেন কাঁদছেন? তখন তিনি বললেন: আমার চেয়ে বেশী কার কান্না করার আছে যে, আমি সত্তর বছর পর্যন্ত যে দরজার কড়া নেড়েছি, আজ তা খুলে দেয়া হবে কিন্তু জানিনা জান্নাতের দরজা খুলবে নাকি জাহান্নামের? আহ! যদি আমার মা আমাকে জন্ম না দিতো এবং আমাকে এই দিন দেখতে হতো না। (হিকায়াতুস সালেহীন, ৩৬ পৃষ্ঠা)

কাশ কেহ না দুনিয়া মে পয়দা মায় হুয়া হোতা
কবর ও হাশর কা হার গম খতম হো গেয়া হোতা
আহ! সলবে ঈমাঁ কা খওফ খায়ে জাতা হে
কাশ কেহ মেরে মাঁ নে হি নেহী জনা হোতা। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের জীবনোপায় কিরূপ মহৎ হতো যে, তারা দীর্ঘ নামায পড়ার পরও **খোদাভীতি** এবং জাহান্নাম ভীতির কারণে কিরূপ কম্পমান থাকতেন আর আমরা আমাদের আচরণের নিরীক্ষণ করলে লজ্জায় চুরমার হয়ে যাওয়াও কম হবে। কেননা আমাদের অবস্থা তো এমন যে, নেকী তো নেই, নামায, কোরআনের তিলাওয়াত এবং মসজিদ ইত্যাদিতে মন লাগেনা, সুন্নাতের উপর আমল হয়না, অপরের সংশোধনের জন্য তো মন জ্বলে কিন্তু নিজের সংশোধনের চিন্তা নাই, গুনাহ এবং অহেতুক কথাবার্তার অভ্যাস আর খারাপ বন্ধুদের আড্ডা ছাড়া যায়না, তাওবার প্রতি মন সায় দেয়না, মৃত্যুর কঠোরতা, কবর ও হাশর এবং জাহান্নামের আযাবের প্রতি ভয় করেনা। মোটকথা আমাদের অবস্থা দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা গুনাহের চোরাবালিতে দ্রুততার সহিত ধ্বসে যাচ্ছি। আহ! আমাদের যদি গুনাহের রোগ থেকে মুক্তি মিলে যেতো..... আহ! আমরা প্রতিটি মুহুর্ত যদি নেকীকাজে অতিবাহিতকারী হয়ে যেতাম.... আহ! আমাদের চোখ যদি সর্বদা **খোদাভীতি** ও ইশকে **মুস্তফা**য় কান্নারত হয়ে যেতো.... আহ! আমাদেরও যদি আমাদের বুযুর্গদের ন্যায় জাহান্নামের ভয় নসীব হয়ে যেতো।

ইয়া রব বাঁচালে তু মুঝে নারে জাহান্নাম সে,
আউলাদ পর ভি বলকে জাহান্নাম হারাম হো।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ তায়ালার দয়া অশেষ এবং অগনিত, যদি কোন বান্দা **রব তায়ালা**র দরবারে সত্য অন্তরে তাওবা করে **তাঁর** দরবারে নত হয়ে যায় তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার গুনাহ ক্ষমা করে দিয়ে নিজের প্রিয় বান্দা বানিয়ে নেন, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** তাওবা কারীর সকল ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেন, তাওবাকারীকে নিজের নৈকট্য দান করেন, তাওবাকারীকে জান্নাত দান করেন, তাওবাকারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন। আসুন! তাওবার ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

www.dawateislami.net

১. ইরশাদ হচ্ছে: যদি তোমরা এতোই গুনাহ করো যে, তা আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং তোমরা **আল্লাহ তায়ালা**র দরবারে তাওবা করো তবে **আল্লাহ তায়ালা** তোমাদের তাওবা কবুল করে নেবেন। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুয যুহুদ, ৪/৪৯০, হাদীস নং-৪২৪৮)

২. ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ তায়ালা** তাঁর বান্দাদের তাওবার প্রতি এরচেয়েও বেশী খুশি হন, যেমন তোমাদের মধ্যে কারো উট জঙ্গলে হারিয়ে যাওয়ার পর তা ফিরে আসে। (বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৪/১৯১, হাদীস নং-৬৩০৯)

আসলেই তাওবা এমন একটি বিষয় যে, যদি কোন মুসলমান সত্য অন্তরে তাওবা করে তবে সে **আল্লাহ তায়ালা**র প্রিয় হয়ে যায় এবং **আল্লাহ তায়ালা তাঁর** বান্দাদের তাওবা করাতে খুশি হয় আর **তাঁর** গুনাহগার বান্দাদের তাওবা কবুল করে নেন।

বনী ইসরাঈলের এক যুবকের তাওবা

বনী ইসরাঈলের এক যুবক ছিলো, যে বিশ বছর যাবৎ **আল্লাহ তায়ালা**র ইবাদত করলো, অতঃপর বিশ বছর যাবৎ অবাধ্যতা করলো অতঃপর আয়নায় দেখলো যে, তার দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, সে বিষন্ন হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: **হে আমার মালিক**! আমি বিশ বছর যাবৎ তোমার ইবাদত করেছি এবং বিশ বছর যাবৎ তোমার অবাধ্যতা করেছি, যদি আমি তোমার দিকে ফিরে আসি তবে কি আমার তাওবা কবুল হবে, সে আওয়াজ শুনলো; তুমি আমাকে ভালবেসেছো আমিও তোমাকে ভালবেসেছি, অতঃপর তুমি আমাকে ছেড়ে দিয়েছো এবং আমিও তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তুমি আমার অবাধ্যতা করেছো এবং আমি তোমাকে সুযোগ দিয়েছি আর যদি তুমি তাওবা করে আমার দিকে ফিরে আসো তবে আমি তোমার তাওবা কবুল করবো। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৬২ পৃষ্ঠা)

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি, কবর মে ওয়ারনা সাযা হোগী কড়ী।

মাদানী ইনআমাত মজলিশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামী** দুনিয়াজুড়ে মুসলমানদের গুনাহ থেকে বাঁচাতে এবং নেকীর পথে পরিচালিত করতে সদা সচেষ্ট, এই মাদানী কাজকে আরো বৃদ্ধি করতে প্রায় ১০৪টিরও বেশী বিভাগের

www.dawateislami.net

(Departments) মাধ্যমে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করতে বদ্ধ পরিকর, এই বিভাগগুলোর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মজলিশ মাদানী ইনআমাত"**। এই বিভাগের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামী ভাই, ইসলামী বোন এবং জামেয়াতুল মদীনা ও মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্র-ছাত্রীদের বাআমল (আমলকারী) বানানো।

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আহ! যদি অন্যান্য ফরয ও সুন্নাত আদায়ের পাশাপাশি সকল ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন এই মাদানী ইনআমাতকেও নিজের জীবনের অংশ বানিয়ে নেয় এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সকল যিম্মাদারগণও নিজ নিজ হালকায় এর প্রসার করে আর সকল মুসলমান নিজের কবর ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্য এই মাদানী ইনআমাতকে একনিষ্ঠতার সহিত গ্রহন করে **আল্লাহ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতুল ফিরদাউসে **মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার মহান নেয়ামত অর্জন করে নিন। আসুন! আমরাও নিয়্যত করি যে, শুধু আমরা নিজেরা মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার চেষ্টা করবো না বরং অপর ইসলামী ভাইকেও এর উৎসাহ প্রদান করবো। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সত্য অন্তরে তাওবা করার সময় দোয়া:

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوْبِىْ، وَرَحْمَتُكَ اَرْجٰى عِنْدِىْ مِنْ عَمَلِىْ

অনুবাদ: হে **আল্লাহ**! তোমার ক্ষমা ও মার্জনা আমার গুনাহ থেকেও বেশী এবং আমার নিজ আমল থেকে বেশী তোমার রহমতের উপরই ভরসা।

(মুসতাদরিক, ২/২৩৮, হাদীস নং-২০৩৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা শুনলাম যে,

- **আল্লাহ তায়ালা**র নেক বান্দারা **খোদাভীতি**তে কম্পমান থাকতেন।
- **খোদাভীতি** সম্পন্নরা **রব তায়ালা**র প্রিয় হয়ে থাকে।
- **খোদাভীতি** জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়।
- **খোদাভীতি** সম্পন্নদের সকল কিছুই ভয় করে।

www.dawateislami.net

এছাড়াও আমরা শুনলাম যে,

❁ **আল্লাহ তায়ালা** তাওবাকারীদের তাওবা কবুল করেন।

❁ **রব তায়ালা** বান্দাদের তাওবা করাতে খুবই খুশি হন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরও **খোদাভীতির** নেয়ামত এবং সত্য অন্তরে তাওবা করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)**

সুন্নাতে আ'ম করেঁ দ্বীন কা হাম কাম করেঁ
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পোষাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা **"১৬৩ মাদানী ফুল"** থেকে পোষাক পরিধান সম্পর্কীত মাদানী ফুল শ্রবণ করি। প্রথমে তিনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বানী লক্ষ্য করুন: ❁ জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ কাপড় খুলে তবে بِسْمِ الله পাঠ করা। **(আল মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং-২৫০৪)** প্রসিদ্ধ মুফাসসির, হাকিমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এটাও **আল্লাহ তায়ালার** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন সেটাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখতে পাবে না। **(মিরাত, ১/২৬৮)** ❁ যে কাপড় পরিধানের সময় এ দোয়া পাঠ করবে: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هٰذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَ لَا قُوَّةٍ তবে তার পূর্বের পরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। **(শুয়াবুল ঈমান, ৫/১৮১,**

www.dawateislami.net

হাদীস নং-৬২৮৫) ❁ যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা থেকে বিরত থাকে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন। (আবু দাউদ, ৪/ ৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮) ❁ **রহমাতুল্লিল আলামিন, খাতামুল মুরসালিন, রাসুলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় পোশাক অধিকাংশ সাদা কাপড়ের হত। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস লিশশেখ আবদুল হক আদ দেহলভী, ৩৬ পৃষ্ঠা) ❁ পোষাক পরিচ্ছদ যেন হালাল উপার্জনে হয়, আর যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরজ ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (প্রাগুক্ত, ৪১ পৃষ্ঠা) ❁ বর্ণিত আছে: যে (ব্যক্তি) বসে পাগড়ী বাঁধে বা দাড়িয়ে পায়জামা পরিধান করে, তবে **আল্লাহ তায়ালা** তাকে এমন রোগে পতিত করবেন, যার কোন চিকিৎসা নেই। (প্রাগুক্ত, ৩৯পৃষ্ঠা) ❁ কাপড় পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করবেন (কেননা, এটা সুন্নাত) যেমন: যখন জামা পরিধান করবেন তখন সর্বপ্রথম ডান আস্তিনে ডান হাত প্রবেশ করান অতঃপর বাম আস্তিনে বাম হাত প্রবেশ করান। (প্রাগুক্ত, ৪৩ পৃষ্ঠা) ❁ এভাবে পায়জামা পরিধান করার সময় ডান পা প্রবেশ করান, আর যখন (জামা বা পায়জামা) খুলবেন তবে এর বিপরীত করুন অর্থাৎ বাম দিক থেকে শুরু করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** এর ৩য় খন্ড, ৪০৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: সুন্নাত হচ্ছে যে, জামার দৈর্ঘ্য অর্ধগোছা এবং আস্তিনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে আঙ্গুল সমূহের মাথা পর্যন্ত, আর প্রস্থে এক বিঘত পরিমাণ। (রদ্দুল মুখতার, ৯/৫৭৯) ❁ সুন্নাত হচ্ছে পুরুষের লুঙ্গি অথবা পায়জামা টাখনুর উপর রাখা। (মিরাত, ৬/৯৪) পুরুষ পুরুষালী এবং মহিলা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ❁ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **"বাহারে শরীয়ত" ১ম** খন্ড এর ৪৮১ পৃষ্ঠায় রয়েছে; পুরুষের জন্য নাভীর নিচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত **"সতর"** অর্থাৎ এতটুকু ঢেকে রাখা ফরয। নাভী সতরের অন্তর্ভূক্ত নয়, কিন্তু হাটু অন্তর্ভূক্ত। (দুররে মুখতার, রুদ্দুল মুখতার, ২/৯৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

মুঝ কো জযবা দেয় সফর কা করতা রাহোঁ পরওয়ার দিগার
সুন্নাতোঁ কি তরবিয়্যত কে কাফেলে মে বা'রবা'র

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

www.dawateislami.net

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیْہِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি

www.dawateislami.net

চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ তায়ালা** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net